এআই প্রযুক্তিনির্ভর স্কুল-ভিত্তিক পাঠদান আয়োজন করল এক্সামবাইনারি

ছবি: সংগৃহীত

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫ | ১৯:১২

শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুক্ত করতে স্কুল পর্যায়ে এআই প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে এক্সামবাইনারি লিমিটেড। রোববার রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

তাদের দাবি, তথ্যভিত্তিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্পূর্ণ এআই প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারফেসের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এ প্ল্যাটফর্ম।

স্কুল পর্যায়ে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে ‘এক্সামবাইনারি ফিউচার-রেডি অ্যাডাপ্টিভ লার্নিং উইথ এআই’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক।

অনুষ্ঠানে এক্সামবাইনারি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) রাকিব সালেহ এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা সারজাহ ইয়াসমিন তাদের উদ্ভাবিত মাস্টারি লুপ ও উইকনেস ম্যাপিং প্রযুক্তি উপস্থাপন করেন।

প্ল্যাটফর্মটিতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দুর্বলতার জায়গাগুলো খুঁজে বের করে, সে অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। সেমিনারে দেখানো হয় কীভাবে অত্যাধুনিক এ প্ল্যাটফর্মে এআই প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেকচার প্ল্যান, ওয়ার্কশিট ও প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করে দিবে। শিক্ষকদের কাজের চাপ কমিয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করাই এক্সামবাইনারির অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি, এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মা-বাবারা জানতে পারবনে তাদের সন্তানেরা অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জনে কতোটুকু এগোল বা তাদের বর্তমান অবস্থা কী।

এ বিষয়ে এক্সামবাইনারি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিটিও রাকিব সালেহ বলেন, ‘এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ব্যক্তি বিশেষায়িত শিক্ষা দেশের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। তারা একবিংশ শতাব্দীর লার্নিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের অ্যাকাডেমিক যাত্রাকে আরও অর্থবহ করে তোলার সুযোগ পাবেন। আর এ লক্ষ্যেই যাত্রা শুরু করে এক্সামবাইনারি। আমার চাই, দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হোক। পাশাপাশি, শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও যেন প্রযুক্তির সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের এ যাত্রায় সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারেন।’

এক্সামবাইনারি লিমিটেডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সারজাহ ইয়াসমিন বলেন, ‘এক্সামবাইনারির যাত্রা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কৌশল

সম্পর্কে জানতে পারবেন, বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং বৈজ্ঞানিক ও তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে ধারাবাহিক উন্নয়ন করতে পারবেন। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বমানের শিক্ষা সবার জন্য সহজলভ্য কররে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র শিক্ষার্থীই নয়, পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও এক্সামবাইনারি প্ল্যাটফর্ম থেকে উপকৃত হবেন।'

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য অল-ইন-ওয়ান স্যলুশন এক্সামবাইনারি। প্ল্যাটফর্মটিতে মক ইন্টারভিউ দেয়া যাবে এবং বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে সমাধান নিয়ে কাজ করা যাবে। এছাড়াও প্ল্যাটফর্মটিতে রয়েছে টেস্ট ফিচার, যেখানে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করে দেয়া হবে।

এক্সামবাইনারি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগরিদমের মাধ্যমে শিখতে পারবেন। প্ল্যাটফর্মটিতে তাদের জন্য রয়েছে প্র্যাকটিস সেশনের ব্যবস্থা এবং তা ট্র্যাক রাখার সুযোগ। এসব সুবিধার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও দ্রুত ও কার্যকরীভাবে অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। শিক্ষকেরা এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এনসিটিবি কারিকুলাম অথবা বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী হোমওয়ার্ক ও লেকচার পরিকল্পনা করতে পারবেন।

অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিত শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থা তৈরি করতে পারবে, থাকবে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট টুলস, স্বয়ংক্রিয় প্রশাসনিক কাজের ধারা। সার্বিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে আরও দক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিহঠানের উন্নয়নে আরও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। আর অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন পাবেন, প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, পারফরমেন্স অ্যানালিটিকস পাবেন ও লাইভ প্রোগ্রেস ট্র্যাকিং করতে পারবেন। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাযাত্রাকে আরও সমন্বিত ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারবেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের ছয়টি প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এক্সামবাইনারি এবং বাংলাদেশে প্রথমবার চালু করেছে মাস্টারি-বেইজড এআই লার্নিং আর্কিটেকচার। বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটিতে সক্রিয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজার।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি